ভারতের লোকসভা নির্বাচনে মাওবাদীদের তৎপরতা

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দাবীদার ভারতে সম্প্রতি লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। গত এক দশকের কংগ্রেসের শাসনামল হটিয়ে মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে। বিপুল ব্যবধানে জয়ী বিজেপি'র এ জয়ের জন্য তাদের কোন ইতিবাচক কর্মসূচি বা ভূমিকা কাজ করেনি। কাজ করেছে কংগ্রেসের এক দশকের শোষণ, দুর্নীতি-লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি, সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে দেশের সম্পদ বেচে দেয়া, আন্দোলনরত জনগণের উপর রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, আদিবাসী জনগণকে নিজ ভূমি ও জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ, পরিবেশ ধ্বংস, নারী নিপীড়নের ব্যাপক বৃদ্ধি, মুসলিম জনগণের উপর সাম্পদ্রায়িক আক্রমণ, মাওবাদী ও বিপ্লবী দমনের নামে ব্যাপক জনগণের উপর ফ্যাসিস্ট আক্রমণসহ বহু বহু দেশ ও গণবিরোধী কর্মকান্ড।

গুজরাটের কসাইখ্যাত মোদি আগামী ৫ বছরের জন্য এখন ভারতের কান্ডারী। নিজেকে চায়ের দোকানী বলে শ্রমজীবি সাধারণের ভোট আদায় করলেও বিজেপি'র নির্বাচনী ইশতেহারে ভারতের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী জনতা, দলিত, আদিবাসী, নারীসহ শ্রমিক-কৃষক সাধারণ জনগণের মৌলিক সমস্যার কোন কর্মসূচী ছিল না। মূলতঃ ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের একচেটিয়া ব্যবসার অবাধ সুবন্দোবস্ত করা, পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের পরিকল্পনায় ও মডেলে ভারতের 'উন্নয়ন'ই মোদির এজেন্ডা। যা বিগত দিনে কংগ্রেসের নীতিরই অনুরূপ। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার হাত বদলে গলদ ঘর্ম ভারতীয় শাসকশ্রেণি স্বাধীনতাকামী, প্রধানতঃ মাওবাদীদের নির্বাচন বয়কটের ঘোষণায় ছিল ভীতসন্ত্রস্ত। ফলে নির্বাচনী ডামাডোল পার করার লক্ষে প্রথম থেকেই শাসকশ্রেণি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য, কাশ্মীর এবং মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যাপক পরিমাণে সেনা, পুলিশ, সি.আর.পি. এবং বি.এস.এফ, প্যারামিলিটারী বাহিনী নিয়োগ করে। নির্বাচনকালীন এ যুদ্ধ যুদ্ধ সাজ সত্ত্বেও মাওবাদী গেরিলারা সাহসী-উদ্দীপক এ্যাকশনে গোটা ভারতকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। তার বহু বিবরণ ইন্টারনেটে ও মিডিয়ায় প্রকাশ হয়েছে। আমরা এখানে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করছি।

১১ মার্চ,'১৪, প্রায় ২০০ মাওবাদীদের এক এ্যামবুশ আক্রমণে ছত্রিশগড়ের সুকমা জেলার টপালে ১১ জন সি.আর.পি.এফ এবং ৪ জন পুলিশ নিহত হয়।

১৩ এপ্রিল,'১৪, ছত্রিশগড়ের বস্তার ও বিজাপুরে মাওবাদী গেরিলারা দুটি সফল এ্যাকশন করে। নিহত হয় ১৩ জন। ৩ পোলিং এজেন্ট নির্বাচন থেকে বাসে ফেরার সময় মাওবাদীদের হামলায় নিহত হয়। আহত হয় ৫ জন। এ ঘটনার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই বস্তারের পার্শ্ববর্তী বিজাপুরের দরবা অঞ্চলে নির্বাচন শেষে এ্যাম্বুলেন্সে করে ফিরে আসা ৬ সি.আর.পি.এফ ও এ্যাম্বুলেস ড্রাইভার মাওবাদী গেরিলাদের হামলার মুখে পড়ে সবাই নিহত হয়।

এপ্রিলের ২য় সপ্তাহে মাওবাদীদের শক্ত ভিত্তি বলে পরিচিত ঝাড়খন্ডের লাতিহার জেলার রাজধানী ব্রানচি থেকে ১৪০ কি.মি. দূরে গেরিলারা এক সফল এ্যাকশন পরিচালনা করে। প্যারামিলিটারী বাহিনীর একটি গাড়ী মাওবাদীদের পেতে রাখা ভূমি মাইনে বিস্ফোরিত হওয়ার পর গেরিলাদের গুলি বর্ষণে নিহত হয় ৬ জন। এ ঘটনার আগের দিনও ২ প্যারামিলিটারী মাওবাদীদের এ্যামবুশে নিহত হয়। এপ্রিলের ২য় সপ্তাহেই ঝাড়খান্ডের দুমকা জেলায় মাওবাদী হামলায় ৩ পুলিশ ও ৫ জন নির্বাচনী কর্মকর্তা নিহত হয়।

এপ্রিলের ১ম সপ্তাহে বিহারের আওরঙ্গবাদ জেলায় বোমা নিষ্ক্রিয়কালে ১ জন সি.আর.পি.এফ.'র ডিপুটি কমান্ডার নিহত হয়, আহত হয় ২ জন সি.আর.পি.এফ জোয়ান।

ভারতের ২৯টি প্রদেশের মধ্যে ২০টি

॥ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন ॥

ভারতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সাইবাবা'র গ্রেপ্তারকে নিন্দা করুন, মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হোন

গত ৯ মে,'১৪ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের (আর.ডি.এফ) সহ-সম্পাদক জি.এন সাইবাবাকে মহারাষ্ট্রের পুলিশ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে গ্রেপ্তার করে। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত ব্রামলাল আনন্দ কলেজের ইংরেজী বিভাগের সহকারী শিক্ষক ছিলেন। শারিরীকভাবে অক্ষম, প্রতিবন্ধী ও হৃদরোগী, হুইল-চেয়ার নির্ভর সাইবাবাকে মহারাষ্ট্রের পুলিশ দিল্লী থেকে গ্রেপ্তার করে মুম্বাইয়ের নাগপুর কারাগারে অজামিনযোগ্য 'অপরাধে' আটকে রেখেছে। প্রশাসন আর.ডি.এফ-কে মাওবাদীদের প্রকাশ্য সংগঠন ও সাইবাবার সাথে মাওবাদীদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে দাবী করে এই গ্রেপ্তার করেছে। এ অভিযোগ তুলে গত ৬ মাসে সাইবাবার বাড়ীতে ২ বার হানা দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও তাঁর ব্যক্তিগত কম্পিউটার সিজ করেও কোন প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। সাইবাবা মাওবাদীদের সাথে আদর্শিক নৈকট্যের কথা স্বীকার করলেও আর.ডি.এফ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগঠন বলেই দাবী করেন। বিপরীতে রাষ্ট্র-প্রশাসন সাইবাবা ও আর.ডি.এফ-কে মাওবাদী কর্মী সংগ্রহকারী ও মাওবাদীদের সহায়তাকারী বলে দোষী সাব্যস্ত করেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে দাবীদার ভারতীয় শাসকশ্রেণি সাইবাবাকে গ্রেপ্তার করেই ক্ষান্ত হয়নি, জেলের ভিতর একজন প্রতিবন্ধী-কার্ডিয়াক পেশেন্টকে সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা এমনকি ঔষধপত্র পর্যন্ত সরবরাহ করতে জেল কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেছে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত একজন বুদ্ধিজীবী কর্মীর প্রতি এহেন রাষ্ট্রীয় আচরণ ভারতের মেকী গণতন্ত্রের আড়ালে ফ্যাসিবাদের নির্লজ্জ নিদর্শন।

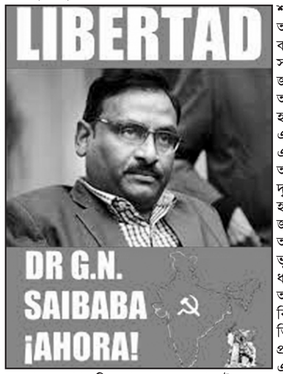

ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সাইবাবা

অন্ধ্রের অমলাপুরামে ১৯৬৭ সালে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সাইবাবা। মাত্র ১০ বছর বয়সে পোলিও-তে আক্রান্ত হয়ে তিনি চলাচলে পুরোপুরি অক্ষম হয়ে পড়েন। তেলেঙ্গানার বিপ্লবী আবহে বেড়ে ওঠা সাইবাবা শৈশবকাল থেকেই জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ছিলেন সোচ্চার। দারিদ্রের মধ্যে থেকেও অত্যন্ত মেধাবী সাইবাবা এ্যাকাডেমিক্যালী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে তাঁর স্ত্রী বাসন্তী তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বিপ্লবী ধারার ছাত্র সংগঠন (আর.এস.ইউ) বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন-এ সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি সার্বক্ষণিক হিসেবে এ সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন। আদিবাসী-দলিত সম্প্রদায় এবং স্বাধীনতাকামী জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এ.এল.পি.আর'র পক্ষ থেকে জনমত গঠনে তিনি প্রায় ২,০০,০০০ কি.মি. পথ ভ্রমণ করেন। এই এ.এল.পি.আর.এফ-ই ২০০৫ সালে আর.ডি.এফ-এ রূপ নেয়।

২০০৯ সাল থেকে ভারতীয় শাসকশ্রেণি মাওবাদী দমনে যে অপারেশন গ্রিন হান্ট পরিচালনা শুরু করে সাইবাবা ছিলেন তার কড়া সমালোচক। তিনি গ্রিন হান্টকে জনগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন। অপারেশন গ্রিন হান্ট বিরোধী সংগঠন (ফোরাম এগেইনস্ট ওয়ার অন পিপল- এফ.এ.ডব্লিউ.পি) 'র তিনি আহবায়ক নির্বাচিত হন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন, অপারেশন গ্রিন হান্ট'র মূল লক্ষ্য আদিবাসী জনগণকে নির্বিচারে হত্যা এবং আদিবাসী জনগণকে তাদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে পাহাড় বন ধ্বংস করে বহুজাতিক কোম্পানির অবাধে খনি প্রকল্পের নিশ্চয়তা বিধান। রাষ্ট্রের গণবিরোধীতাকে তিনি উন্মোচন করেন। এই জাতীয় প্রতিবাদী কর্মকান্ডের জন্যই সাইবাবা এবং আর.ডি.এফ প্রথম থেকেই রাষ্ট্রের কালো তালিকাভুক্ত ছিল। মাওবাদীদের সাথে সম্পর্কের দোহাই দিয়ে গত বছর আর.ডি.এফ'র অন্ধ্র শাখাকে সরকার নিষিদ্ধ করেছে এবং সেখানকার নেতৃবৃন্দকেও গ্রেপ্তার করেছে।

গত ৫ মে,'১৪ উত্তরখন্ডের আর.ডি.এফ সভাপতি জীবন চৌধুরীকে নির্বাচন বয়কটের ঘোষণা দেয়ায় মাওবাদীদের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগ তুলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে মানবাধিকার কর্মী ডাঃ বিনায়ক সেনকে একই অভিযোগ তুলে ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র ফাঁসির আদেশ পর্যন্ত দিয়েছিল।

॥ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন ॥

আমৃত্যু বিপ্লবী ভারতের গুরুত্বপূর্ণ মাওবাদী নেতা কমরেড সোম-এর মৃত্যু

১৮ জুন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)'র পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড সোম রাজধানী দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার পৈত্রিক নাম সুনীল রায়। বরুনদা নামেও তিনি ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তার আর একটি পরিচয় হচ্ছে তিনি ছিলেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে শহীদ দীনেশের ভাতিজা। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি তার মরদেহ গবেষণার কাজে ব্যবহারের জন্য মেডিক্যালে দান করে গেছেন।

আজীবন কমিউনিস্ট বিপ্লবী চিরকুমার কমরেড সোম বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৭ সালে দেশ ভাগের পর তার পরিবার ভারতে চলে যান। ১৯৬৩ সালে তিনি অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন।

ষাটের দশকে রুশ-চীন আন্তর্জাতিক মহাবিতর্কের প্রক্রিয়ায় কমরেড সোম চারু মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ধারার বাইরে মাওবাদ অনুসারী কানাই চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে "দক্ষিণ দেশ" গ্রুপ-এর সাথে যুক্ত হন। যেই "দক্ষিণ দেশ" পরবর্তীতে "এমসিসি" নামে পার্টিকে সংগঠিত করে। ক.কানাই চ্যাটার্জীর মৃত্যুর পর আশির দশকে ক.সোম এমসিসি'র সম্পাদক হন। কিন্তু নব্বই দশকের শেষের দিকে তার চোখের গুরুতর সমস্যার কারণে অন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। যদিও এমসিসি'র নীতি নির্ধারনী ভূমিকায় তার অবদান অব্যাহত ছিল।

চতুর্থ আন্তর্জাতিক গড়ার লক্ষ্যে আরআইএম-এর লাইনের প্রতি তিনি ইতিবাচক ছিলেন। যে লক্ষ্যে এমসিসিকে আরআইএম-এ যোগদানের ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে এমসিসি-পিডব্লিউজি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সিপিআই (মাওবাদী) পার্টি গঠনে তার অন্যতম নেতৃত্বকারী ভূমিকা ছিলো। ক.সোম এই নতুন পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য ছিলেন।

এই মহান মাওবাদী ১৯০৫ সালে পশ্চিম বাংলা থেকে গ্রেফতার হন। ভারতের আইনে ৬০ বছরের অধিক বয়সী বন্দীদের মুক্তি দেয়ার কথা থাকলেও ক.সোমকে মুক্তি না দিয়ে তিলে তিলে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই সময়ে ৪/৫ বার কোর্ট থেকে মুক্তির আদেশ দিলেও আবার জেল গেট থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে। অবশেষে শাসক শ্রেণি যখন নিশ্চিত হয়েছে তিনি আর এক বছরের বেশী বাঁচবেন না, তখনই ৫/৬ মাস পূর্বে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। জেলজীবনে এবং মুক্তির পরও ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ভারতের গণযুদ্ধ, মাওবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলন নিয়ে মিডিয়ায় সাক্ষাৎকারসহ অনেক লেখালেখি করেছেন। লাল সালাম এই মহান মাওবাদী কমরেডকে। ❐

প্রখ্যাত মাওবাদী বুদ্ধিজীবী সুনীতি কুমার ঘোষের জীবন অবসান

ভারতে ষাট-সত্তর দশকে নকশালবাড়ী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা এবং সুপ্রসিদ্ধ মাওবাদী বুদ্ধিজীবী সুনীতি কুমার ঘোষ ১ মে পশ্চিম বাংলার আসানসোল শহরে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৯৭ বছর। ষাটের দশকে রুশ-চীন মহাবির্তকের প্রক্রিয়ায় অবিভক্ত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সংশোধনবাদে গড়িয়ে পড়লে পার্টির মধ্য থেকে চীনা পার্টি ও মাওবাদী (তখন মাও চিন্তাধারা বলা হতো) লাইনের পক্ষে যারা বিদ্রোহ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন কমরেড সুনীতি ঘোষ। কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে সিপিআই (এম-এল)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বশেষ জীবিত সদস্য ছিলেন তিনি। পার্টি গঠনের পর তিনি পার্টির ইংরেজী মুখপত্র "লিবারেশন"-এর সম্পাদক ছিলেন।

হাওড়া জেলার অধিবাসী সুনীতি কুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৯ সালে ইংরেজীতে এম.এ পাশ করার পর চল্লিশের দশকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে আজকের বাংলাদেশের দিনাজপুরে কলেজে শিক্ষকতা করার সময় তিনি ঐতিহাসিক "তেভাগা আন্দোলন"-এর সাথে সম্পর্কিত হন। শিক্ষকতার পাশাপাশি কৃষকদের সাথে একাত্ম হওয়ার জন্য গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সাথে জীবন-যাপন এবং কৃষকদের সংগঠিত করেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান হওয়ার পর তিনি ১৯৪৯ সালে দিনাজপুর ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। পরবর্তীতে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে কাজ করতে থাকেন।

ভারতীয় শাসকশ্রেণির দমন নির্যাতনে কমরেড চারু মজুমদারসহ হাজার হাজার মাওবাদী নিহত হলে মাওবাদী আন্দোলন বিপর্যস্ত হওয়ার পর কমরেড সুনীতি ঘোষ পার্টি পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা চালান। এক পর্যায়ে শারিরীক অসুস্থতার কারণে রাজনীতি থেকে নিষ্ক্রিয় হয়ে নকশারবাড়ী এবং মাওবাদী আন্দোলনের সপক্ষে লেখালেখি শুরু করেন। ভারতের আধুনিক ইতিহাসের উপর তার গভীর জানাশুনা ছিল। তিনি অনেক লেখালেখি করেছেন যার মধ্যে "বঙ্গ বিভাজনের অর্থনীতি ও রাজনীতি" এবং "নকশালবাড়ী একটি মূল্যায়ন" অন্যতম। আমৃত্যু কমিউনিস্ট আন্দোলনের সপক্ষের এই নেতা ভারতে মাওবাদ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ❐

রাকেশ কামাল (ডা. টুটু) রচনা সংগ্রহ
[দলিল সংকলন] সংগ্রহ করুন, পড়ুন

কমরেড রাকেশ কামাল (পৈত্রিক নাম মিজানুর রহমান টুটু) পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি'র 'লালপতাকা' গ্রুপের সম্পাদক ছিলেন। ২০০৮ সালে সেনাশিখন্ডি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) কমরেড রাকেশ কামালকে ২৫ জুলাই রাতে গ্রেপ্তার করে। ২৭ জুলাই ভোররাতে নওগাঁ জেলায় রাষ্ট্রীয় হেফাজতে আটক অবস্থায় তাকে হত্যা করা হয়।

৬০-এর দশকে রুশ-চীন মহাবিতর্কের মধ্য দিয়ে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে '৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী লেনিনবাদী) [ইপিসিপি(এমএল)] গঠিত হয়েছিল। এই পার্টিটি মাওসেতুঙ চিন্তাধারাকে পার্টির তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলেও মতাদর্শিক-রাজনৈতিক লাইনে বহুবিধ বিচ্যুতি/দুর্বলতা ও বিতর্কের কারণে অচিরেই বহু কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভক্ত অংশগুলোর প্রধান একটি ধারা পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মা.লে) নামে সংগঠিত হয়। ১৯৭১ সালের জুন মাসে এক সভায় এই পার্টি কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। এর পর থেকে পার্টিটি সিএম-পন্থী নামেও পরিচিতি লাভ করে। '৭৪-এ সিএম-লাইনের প্রশ্নে পার্টিটি বড় ধরনের বিভক্তির মুখে পড়ে। মনিরুজ্জামান তারা ও মোফাখ্খর চৌধুরীর নেতৃত্বের অংশটি সিএম-লাইনকে তুলে ধরে অনুশীলন চালিয়ে যায়। কিছুদিন পরেই কমরেড তারা শহীদ হন এবং কমরেড চৌধুরী গ্রেপ্তার হন। '৭৭ সালে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কমরেড চৌধুরী পার্টিকে পুনর্গঠিত করেন। '৮০ দশক থেকে পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি নামে যে পার্টির কর্মকান্ড প্রচারিত সেটি কমরেড চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন এই পার্টি। কমরেড রাকেশ কামাল এই পার্টিতেই যোগদান করেন এবং মাওবাদী নেতা হিসেবে গড়ে উঠেন।

কমরেড চৌধুরী দীর্ঘদিন এই পার্টির নেতৃত্ব দিলেও ২০০০ সালে ক. রাকেশ কামালকে সিসি'র সম্পাদক নির্বাচন করা হয়। কিন্তু অভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের কারণে ২০০১ সালে পার্টি বিভক্ত হয়ে যায়। কমরেড রাকেশ কামাল বিভাজি এড়ানোর জন্য তার পার্টির নামের সাথে "লাল পতাকা" যুক্ত করেন। তিনি সর্বপ্রথম সুদীর্ঘ ৩০ বছর পর এই পার্টির লাইনগত ভুল-ত্রুটির দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি খসড়া সারসংকলন দলিল নিজ পার্টি ও মাওবাদী আন্দোলনের সামনে পেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তার এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। দলিলটি চূড়ান্ত করার আগেই শাসকশ্রেণি ও রাষ্ট্রযন্ত্র তাকে হত্যা করে।

গত একুশে বই মেলা ২০১৪-এ শ্রাবণ প্রকাশনী এই সারসংকলন দলিল এবং কমরেড রাকা'র আরো কিছু লেখা যুক্ত করে 'রাকেশ কামাল (ডা. টুটু) রচনা সংগ্রহ' প্রকাশ করে। এই বইটি অধ্যয়ন করলে এ দেশের মাওবাদী ও বামপন্থীরা নিজেদের ভুলভ্রান্তি সংশোধন করার প্রয়াস পাবেন এবং বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সহায়তা পাবেন। বইটির প্রাপ্তিস্থান- শ্রাবণ প্রকাশনী, ১৩২ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা); উৎস পাবলিশার্স, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫। ❐

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ বাবুল মাতবর, উত্তর আদাবর। রোড নং- ৪, বাড়ী নং-৬৪। মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ॥ ই-মেইল ঃ andolon_bulletin@rediffmail.com

আন্দোলন

বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন ও বিপ্লবী ছাত্র-যুব আন্দোলন-এর যৌথ মুখপত্র

www. andolonpotrika.wordpress.com

বুলেটিন পুনঃপ্রকাশ নং - ১৭ | জুলাই-২০১৪ | মূল্য ঃ তিন টাকা | শুভেচ্ছা মুল্য ঃ দশ টাকা

গুম-খুন-অপহরণ
শাসকশ্রেণির বুর্জোয়া রাজনীতি-অর্থনীতির অনিবার্য্য পরিণতি

সারাদেশে খুন-গুম-অপহরণ এক ভয়াবহ আতঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। জনগণ ঘরে-বাইরে কোথাও নিরাপদ বোধ করছেন না। এমনকি বুর্জোয়া দলগুলোর সাধারণ নেতা-কর্মীরাও রয়েছে আতঙ্কে। সারাদেশে খুন- অপহরণ শাসকশ্রেণির সকল দলের সরকার ব্যবস্থায়ই বিগত ৪২ বছর ধরে চলে আসছে। আওয়ামী সরকারের বিগত পাঁচ বছরেও চলেছে। কেবলমাত্র গুম-খুন-অপহরণে এখন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। শাসকশ্রেণির কাছে খুন-জখম-অপহরণ-গুম- এগুলো অতি সাধারণ ঘটনা। একারণেই নারায়ণগঞ্জে ৭ খুনের পর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রি আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন- পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিগত বছরের তুলনায় গুম-অপহরণ বাড়েনি। উদ্বেগের কারণ নেই।

কিন্তু নারায়ণগঞ্জ-ফেনী-মিরপুরের সাম্প্রতিক লোমহর্ষক হত্যাকান্ডের ঘটনায় শাসকশ্রেণির ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী চরিত্র সারা দেশবাসীর কাছে উলঙ্গ হয়ে পড়েছে। আর এই সন্ত্রাসের হোতা হিসেবে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ এখন কাঠগড়ায়, তা বুর্জোয়া পত্রিকাগুলোই বলছে। তাই, আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবীগণ এখন নসিহত করছে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ থেকে দুই/চার হাজার নষ্ট নেতা-কর্মীকে বহিস্কার করে আওয়ামী লীগকে পুতপবিত্র করতে। এই নষ্ট বুদ্ধিজীবীরা দালাল শাসকশ্রেণির রাজনীতি অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে কিছু ব্যক্তির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে গোটা শাসকশ্রেণি, তাদের রাজনৈতিক দল তথা আওয়ামী লীগকে ধোয়া তুলসি পাতা হিসেবে দেখাতে চেষ্টা করছে এবং জনগণকে সেভাবে দেখতে প্ররোচিত করছে।

বাস্তবে কি কিছু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিই এই ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের জন্য দায়ী? বুর্জোয়া পত্রিকার তথ্য -" এমন কোন জেলা নেই যেখানে অর্থবিত্ত গড়ার উম্মত্ত নেশায় মাঠকর্মীরা স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজসে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, আর দখলদারিত্বে লিপ্ত হয়নি। স্থানীয় এমপি, নেতাদের ছায়ায় এসব অসুস্থ রাজনীতির নষ্ট কর্মী দিন দিন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। .....কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির অনেকেও স্থানীয় পর্যায়ে নানা অপকর্মকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কেউ কেউ ব্যক্তিগত পর্যায়ে লাভবান হচ্ছে। দুর্নীতি-সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি আর আধিপত্য বিস্তারের আদর্শহীন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভোগবাদী রাজনীতির এই রক্তাক্ত পথে পর্দার অন্তরালে আওয়ামী লীগ-বিএনপি নানা স্থানের স্বার্থের জন্য গলাগলি সহাবস্থান গড়ে তুলছে।"

আরো তথ্য আসছে বিগত ছয় বছরে দাগি আসামি, ডাকসাইটে মাদক ব্যবসায়ী, চিহ্নিত খুনি-সন্ত্রাসী, ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের নামে দেয়া হয়েছে ৭ হাজার অস্ত্রের লাইসেন্স। এই লাইসেন্সের ক্ষেত্রে মন্ত্রি-প্রতিমন্ত্রি এবং এমপিরা তদবির করেছিলেন। একই অবস্থা ঘটেছিল বিএনপি সরকারের আমলেও। বুর্জোয়া এই শাসকশ্রেণির বিভিন্ন সরকার আমলে

॥ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন ॥

আবেগঘন পরিবেশে প্রবীণ মাওবাদী নেতা কমরেড হামিদুজ্জামান বাঘার স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৬ মে, ২০১৪ নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চা'র উদ্যোগে প্রবীন মাওবাদী নেতা কমরেড হামিদুজ্জামান বাঘার স্মরণসভা তার জন্মস্থান পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৪-এ রাজশাহী কারাগারে পক্ষাঘাতগ্রস্থ এই কমরেড সরকারের অবহেলা এবং বিনা চিকিৎসায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ৩০ এপ্রিল রাত ৯-৩০ মিনিটে পারিবারিক গোরস্থানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। পারিবারিক সমাবেশে তার নামাজে জানাজার সময়ই হাজারোর্ধ জনগণের উপস্থিতিতে নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চা'র পক্ষ থেকে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়া হয়।

স্মরণসভা অনুষ্ঠানের পূর্বে বিকাল তিনটায় 'শহীদ বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক স্মৃতি সংসদ'-এর পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি হাসান

স্মরণ সভায় জনগণের একাংশ

ফকরীর নেতৃত্বে বেশকিছু নেতা-কর্মী এবং বিপুল সংখ্যক জনগণ কমরেড হামিদুজ্জামান বাঘার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সেখানে এক আবেগঘন পরিবেশে 'বিপ্লবী স্মৃতি সংসদ'-এর সভাপতি কর্মী-জনগণকে শপথবাক্য পাঠ করান এবং প্রয়াত কমরেডের প্রতি রেড স্যালুট প্রদান করেন। এ সময় নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চার সভাপতি জাফর হোসেন, জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চের আহবায়ক মাসুদ খান এবং জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় নেতা আবুল কালাম আজাদ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নয়া গণতান্ত্রিক গণমোর্চা ও জাতীয় গণতান্ত্রিক গণমঞ্চ 'শহীদ বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক স্মৃতি সংসদ'-এর সদস্য সংগঠন। প্রয়াত কমরেডের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর উপস্থিত কর্মী-জনগণ স্মরণসভায় যোগ দেন। এ সময় নয়া গণতান্ত্রিক

॥ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন ॥

কৃষকের সর্বনাশ

১। ফরমালিন মুক্তি অভিযান

ফরমালিন, কার্বাইড আর হরেক রকম বিষ ও কীটনাশকে যখন দেশ সয়লাব হয়ে গেছে তখন পুলিশের হুঁশ হয়েছে যে, আম জাতীয় রসালো ফলকে ফরমালিনমুক্ত করতে হবে। শুরু হয়েছে ফরমালিন বিরোধী অভিযান। কয়েক বছরের বৃথা চেষ্টার পর এবার পুলিশ ঢাকাকে রক্ষার জন্য ঢাকাকে ঘিরে আটটি পয়েন্টে চেকপোস্ট বসালো। টন টন পাকা রসালো আম রাস্তায় ফেলে নস্ট করা হলো। ঢাকা বাঁচুক, দেশ মরুক- এমন অভিযানের জেরে ঢাকায় কিছুদিনের জন্য আম উধাও হলো বটে। তবে দেশ জুড়ে আম-বাজারে নেমে এলো ধ্বস। এবার ভারতের আম ইউরোপে রফতানী নিষিদ্ধ হয়েছে সন্দেহজনক পোকা পাওয়ার কারণে। শোনা যাচ্ছে, ভারতীয় আমকে বাংলাদেশে বাজারজাত করার একটা বাণিজ্যিক লক্ষ এই অভিযানে রয়েছে। কিন্তু মারা পড়েছে আম-চাষী আর সেই সাথে এই ব্যবসার সাথে জড়িত হাজার হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তাদের সবারই মাথায় হাত পড়েছে। তবে এই সুযোগে পুলিশের পোয়া বারো। ফরমালিনের জুজু দেখিয়ে আমের ট্রা